# পাকিস্তানি হামলায় আফগান ক্রিকেটার নিহত, রশিদ-নবির কড়া প্রতিক্রিয়া



সংগৃহীত ছবি

আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে পাকিস্তানের বিমান হামলায় তিন আফগান ক্রিকেটার নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাতে উরগন জেলার শরানা শহরের কাছে এই হামলা চালানো হয়। নিহত তিনজনের পরিচয় জানিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) — কবির, সিবগাতুল্লাহ ও হারুন। এ ঘটনায় আরও পাঁচজন সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। বোর্ডের এক বিবৃতিতে বলা হয়, এই হামলা ছিল পাকিস্তানি সরকারের পরিচালিত এক কাপুরুষোচিত ও নৃশংস আক্রমণ।

ঘটনার পর গভীর শোক প্রকাশ করে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আসন্ন ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি সিরিজ থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। ১৭ থেকে ২৯ নভেম্বর পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি ও লাহোরে সিরিজটি হওয়ার কথা ছিল। এসিবি জানায়, পাকতিকার সাহসী ক্রিকেটারদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আফগানিস্তান সিরিজে অংশ নেবে না।

আফগান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রশিদ খান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে লেখেন, “পাকিস্তানের বিমান হামলায় অসংখ্য নারী, শিশু ও তরুণ ক্রিকেটার প্রাণ হারিয়েছেন। যারা একদিন দেশের হয়ে বিশ্বমঞ্চে খেলতে চেয়েছিল, তাদের মৃত্যু আমাদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।” তিনি আরও বলেন, “বেসামরিক স্থাপনায় এমন হামলা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। আন্তর্জাতিক মহলের উচিত এই বর্বরোচিত ঘটনার নিন্দা জানানো।”

রশিদ খান এসিবির সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলেন, “নিরপরাধ প্রাণ হারানোর পর পাকিস্তানের বিপক্ষে না খেলার সিদ্ধান্তই সবচেয়ে সঠিক। জাতীয় মর্যাদা ও মানবিক অবস্থানের প্রশ্নে আমরা আপস করব না।”

অন্যদিকে অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবি বলেন, “এটি কেবল পাকতিকার নয়, গোটা আফগান ক্রিকেট পরিবারের জন্য এক ভয়াবহ ট্র্যাজেডি।” তিনি নিহত ক্রিকেটারদের পরিবার ও সহকর্মীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

এ ঘটনার আগে আফগান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান অনির্দিষ্টকালের যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছেছে। তবে বিমান হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই যুদ্ধবিরতি ভেঙে যায়। স্থানীয় প্রশাসন জানায়, হামলার পর আফগান সেনারা সীমান্ত এলাকায় পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে। ফলে দুই দেশের সীমান্তজুড়ে নতুন করে সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।